ইন্টারনেট ব্যবহার করে অর্থ উর্পাজন

ঘরে বসে আপনিও আয় করতে পারেন
মাসে কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার ডলার

আরো তথ্য এবং বিবিধ বিষয়ে বাংলা টিউটোরিয়ালের জন্য ভিজিট করুন

www.bangla-tutor.blogspot.com

ডাটা এন্ট্রি
গ্রাফিক ডিজাইন
ফটোগ্রাফি, ফাইল আপলোড করা
ওয়েব পেজ তৈরী
পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরী
গুগল এডসেন্স
পেইড টু ক্লিক (পিটিসি)
এফিলিয়েট মার্কেটিং
ইমেইল মার্কেটিং
কিংবা
আপনার পছন্দমত যে কোন কাজ করেই
আয় করতে পারেন।

আপনার কি প্রয়োজন

আপনার প্রয়োজন একটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ। সেইসাথে কাজ করার ইচ্ছে এবং কিছুটা সময়। পড়াশোনা, চাকরী কিংবা ব্যবসা করার পরও দিনে ১ ঘন্টা সময় ব্যয় করে আপনি ইন্টারনেট থেকে আয় করতে পারেন।

কতদিনে কত আয় হবে

কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজ শুরু সাথেসাথেই আয় হতে পারে। যেমন পেইড টু ক্লিক ব্যবস্থায় ক্লিক করার সাথেসাথেই আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে। এডসেন্স রেজিষ্টার করার পর ভিজিটর ক্লিক করলে সেখানে টাকা জমা হবে। তাইবলে ধরে নেবেন না এখানে এমন যাদুকরী কিছু রয়েছে যে নাম লেখানোর সাথেসাথেই ধনী হবে। মাসে হাজার ডলার আয়ের পর্যায়ে যেতে আপনাকে কয়েকমাস চেষ্টা করে যেতে হতে পারে।

কি জানা প্রয়োজন

কম্পিউটার ব্যবহারের সাধারন দক্ষতাই আয়ের জন্য যথেষ্ট। সেইসাথে দক্ষতা যতত বেশি আয় তত বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। এজন ওয়েব ডিজাইনার যা আয় করবেন আরেকজন ডাটা এন্ট্রি করে সমপরিমান আয় আশা করতে পারেন না। যদি বেশি টাকার কাজ করতে চান তাহলে অবশ্যই তারসাথে মানানসই কাজ শিখুন। ইন্টারনেট ব্যবহার করেই সবধরনের বিষয় শেখার টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে।

কিভাবে শুরু করবেন

ইন্টারনেট ব্যবহার করে আয়ের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এটুকু নিশ্চিত এতে কোন ফাকিবাজি নেই। বহু মানুষ এসব করে আয় করছেন, সারা বিশ্বে তো বটেই, বাংলাদেশেও। আপনি কিভাবে শুরু করবেন কিংবা কখন শুরু করবেন সেটা আপনি কি করতে চান তার ওপর র্নিভর করে।

এবিষয়ে পরার্মশ হচ্ছে, এখানে উল্লেখ করা বিষয়গুলি যাচাই করুন, কোনটি আপনার উপযোগি ঠিক করুন, যদি প্রস্তুতি প্রয়োজন হয় প্রস্তুতি নিন। উদাহরন হিসেবে ফটোশপে একটি ব্যানার বিজ্ঞাপন তৈরী করলে যে পরিমান র্অথ পাবেন তারথেকে অনেক বেশি পাবেন ফ্লাশে এনিমেটেড ব্যানার বিজ্ঞাপন তৈরী করলে। কাজের ধরন অনুযায়ী পারিশ্রমিক কমবেশি হয়, জটিলতা অনুযায়ী কমবেশি হয়, অভিজ্ঞতা অনুসারেও কমবেশি হয়। আপনি তত বেশি কাজ করবেন ঘন্টাপ্রতি তত বেশি মজুরী পেতে পারেন। ফটোশপ ব্যবহার করলে এই পরিমান ঘন্টায় ৫ ডলার থেকে ৭৫ ডলার পর্য্যন্ত হতে পারে।

যদি কাজ করতে আগ্রহি হন তাহলে আপনার দক্ষতা এবং আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় বেছে নিন, ভালভাবে প্রস্তুতি নিন, তারপর শুরু করুন। আর যদি ক্লিক করে কিংবা ফাইল আপলোড করে উর্পাজনের পদ্ধতি বেছে নেন তাহলে এখনই শুরু করতে পারেন।

টাকা কিভাবে হাতে পাবেন

যে কাজই হোক না কেন, আপনাকে কেউ ক্যাশ টাকা দিচ্ছে না। কাজেই টাকা কিভাবে হাতে পাবেন নিশ্চিত করা জরুরী। এজন্য বেশকিছু পদ্ধতি প্রচলিত। এগুলি হচ্ছে;

পে-পল কিংবা মানিবুকারস

তাদের কাছে একাউন্ট করলে শুধুমাত্র ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করে ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত। বাংলাদেশে পে-পল ব্যবহারে বিধিনিষেধ থাকলেও একই ধরনের পদ্ধতি মানিবুকারস (www.moneybookers.com) ব্যবহার করা যায়।

যদি এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে আগ্রহি হন তাহলে মানিবুকারস সাইটে গিয়ে সদস্য হোন (বিনামুল্যে)। সেখানে আপনার ইমেইল এড্রেস এবং স্থানীয় ব্যাংকের তথ্য দিতে হবে। আপনার ব্যাংক এই পদ্ধতিতে অর্থগ্রহন করে কিনা সেটাও জেনে নিন।

অয়্যার ট্রান্সফার

এই পদ্ধতিতেও দ্রুত টাকা পাওয়া যায়। এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এটা কাজ করে। ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের মত মানি ট্রান্সফার পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যাংক চেক

এই নিয়মে আপনার ঠিকানায় ব্যাংক চেক পাঠানো হবে। বিশেষ ব্যবস্থায় কুরিয়ারের মাধ্যমেও চেক পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। গুগল চেক পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করে।

ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড

আপনার যদি আর্ন্তজাতিক ডেবিট- ক্রেডিট কার্ড থাকে তাহলে সবচেয়ে সহজে এবং সবচেয়ে দ্রুত র্অথ গ্রহন করতে পারেন।

যে কাজই করুন না কেন, তাদের র্অথ দেয়ার পদ্ধতি আপনার পদ্ধতির সাথে মানানসই কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

কাজের ধরন

অন্যের কাজ করা

ইন্টারনেট ব্যবহার করে র্অথ উর্পাজনের কাজের বহু ধরন রয়েছে। একটি হচ্ছে ইন্টারনেটকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সাধারন কাজগুলি করা। যেমন ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব পেজ তৈরী, এনিমেশন, ভিডিও এডিটিং, মাল্টিমিডিয়া তৈরী, আর্টিকেল লেখা ইত্যাদি যাকিছু কল্পনা করতে পারেন।

এধরনের কাজে মধ্যস্থতা করার জন্য কিছু প্রতিস্ঠান রয়েছে। আপনি তাদের সাইটে গিয়ে ফরম পুরন করে সদস্য হবেন। অনেক যায়গাতেই প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। এর কোনকিছুর জন্যই ফি দিতে হয় না।

সদস্য হওয়ার পর তাদের সাইটেই শতশত কাজের তালিকা থেকে কাজ পছন্দ করে সেটা করার জন্য আবেদন করতে হয়। যার কাজ তিনি আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন। তাকে জানাতে হবে আপনি সেই কাজের যোগ্য এবং তিনি যে টাকা দেবেন সেই টাকায় কাজটি সময়মত করে দিতে পারবেন। তিনি সন্তুষ্ট হলে আপনাকে কাজ দেবেন। আপনি কাজ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমেই জমা দেবেন। বিনিময়ে আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে।

আপনি যে কোনসময় আপনার একাউন্টে জমা টাকার পরিমান দেখতে পারেন। ইচ্ছে করলে সেখান থেকে টাকা উঠানোর কমান্ড দিতে পারেন। সেটা করলে টাকা আপনার স্থানীয় ব্যাংক থেকে উঠানো যাবে। এজন্য কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।

নিজের সাইট ব্যবহার

আপনার নিজের যদি ওয়েবসাইট থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করে আরেক ধরনের আয় করতে পারেন। যেমন গুগলের এডসেন্স এর সদস্য হলে আপনার সাইটে গুগলের বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। কোন ভিজিটর যখন সেই বিজ্ঞাপনের লিংকে ক্লিক করবেন তখন প্রতি ক্লিকের জন্য আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে। বিজ্ঞাপনদাতা অনুযায়ী প্রতি ক্লিকের জন্য কয়েক সেন্ট থেকে কয়েক ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন। এডসেন্স ব্যবহার করে বছরে লক্ষ ডলার আয় করার উদাহরন রয়েছে।

এডসেন্স এর মত আপনার সাইটে গুগল র্সাচ, ভিডিও ইত্যাদি ব্যবস্থায়ও র্অথ উর্পাজন করতে পারেন। ইয়াহুর রয়েছে নিজস্ব বিজ্ঞাপন নেটওর্য়াক।

আপনার সাইটে অন্য কোম্পানীর জিনিষপত্র বিক্রির জন্য রাখতে পারেন। কেউ যখন সেটা কেনার জন্য ক্লিক করবে তখন বিক্রির সমস্ত কাজ করবে সেই কোম্পানী, বিক্রিতে সহায়তা করার জন্য আপনি কমিশন পাবেন। আমাজন, বেষ্ট-বাই এর মত কোম্পানী এই সুবিধে দেয়।

নিজের সাইটে সরাসরি বিজ্ঞাপন দিয়েও টাকা নিতে পারেন।

নিজের সাইট ব্যবহার করলে আয় অনেক বেশি, আবার এজন্য সাইটকে জনপ্রিয় এবং ভাল মানের হতে হয়। উচুমানের তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট তৈরী করতে এবং সেখানে প্রচুর ভিজিটর পেতে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ভিজিটর যত বেশি আয় তত বেশি, এই নিয়মে।

সরাসরি কাজ করা

বিষয়ভিত্তিক বেশকিছু ওয়েবসাইটের সদস্য হয়ে সরাসরি তাদের মাধ্যমে কাজ পেতে পারেন। যেমন ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য কোথাও নাম লিখিয়ে তাদের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি কাজ করতে পারেন।

পেইড-টু-ক্লিক সাইটের সদস্য হয়ে তাদের সাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করে উর্পাজন করতে পারেন। প্রতি ক্লিকের জন্য আপনি নির্দিষ্ট পরিমান টাকা পাবেন।

কোন কোম্পানী এফিলিয়েট মার্কেটিং এর সদস্য হয়ে তাদের লিংক বিতরন করে আয় করতে পারেন। ই-মেইল, টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদি মাধ্যমে লিংক রাখার পর সেখানে কেউ ক্লিক করলেই আপনি টাকা পাবেন।

কাজ কোথায় পাবেন

যে প্রতিষ্ঠানগুলি আউটসোর্সিং কাজ সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে আপনি সবধরনের কাজ পেতে পারেন। এজন্য তাদের সাইটে গিয়ে বিস্তারিত নিয়ম, কাজের ধরন, কাজের র্বননা ইত্যাদি দেখে ধারনা পেতে চেষ্টা করুন কোন কাজ আপনি করতে পারেন। সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন। একদিনেই সব শিখে ফেলবেন ধরে নেবেন না। সময় নিয়ে একটু একটু করে শিখুন।

এধরনের কিছু সাইট হচ্ছে;

www.freelancer.com
www.elance.com
www.odesk.com
www.guru.com
www.vworker.com

এদের সদস্য হতে, কাজ পেতে কিংবা কাজশেষে টাকা পেতে কোন পর্যায়েই আপনাকে র্অথ দিতে হয় না। তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যিনি কাজ দেন এবং যিনি কাজ করেন দুজনের হিসেব থেকে কিছু পরিমান রেখে দেন সার্ভিস র্চাজ হিসেবে।
কোন কোম্পানী যদি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য র্অথ চায় যাচাই না করে সেখানে র্অথ দেবেন না। এদের অনেকেই টাকা নিয়ে প্রতারনা করে।

কয়েকটি কাজের বিবরন

ক্লিক করে আয় করা, PTC

www.buxp.info সাইটে গিয়ে ফরম পুরন করে তাদের সদস্য হতে পারেন। সদস্য হওয়ার পর লগ-ইন করে আপনি বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার সুযোগ পাবেন। নিয়ম হচ্ছে আপনি ৫ থেকে ৪৫ সেকেন্ড কোন বিজ্ঞাপন দেখবেন। কিভাবে কাজটি করতে হয় জেনে নিন তাদের সাইট থেকে। তারা পেমেন্ট দেয় পে-পল এবং এলার্টি-পে এর মাধ্যমে। কাজেই আপনাকে যে কোনটির সদস্য হতে হবে।
একাজে দক্ষতা প্রয়োজন হয় না বলে অনেকেই পছন্দ করেন। তবে এধরনের সাইটের নামে নানারকম অভিযোগও রয়েছে।

ফাইল আপলোড করে আয় করা

ফাইল আপলোড করে আয় করার জন্য http://sharecash.org/index.php?ref=1120065 সাইটটি ব্যবহার করতে পারেন। নিজের ফাইল ছাড়াও অন্য সাইট থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও, ছবি ইত্যাদি আপলোড করতে পারেন তাদের মাধ্যমে। যখনই কেউ সেগুলি ডাউনলোড করবে প্রতি ডাউনলোডের জন্য আপনি ৩০ থেকে ৬০ সেন্ট পাবেন। আপনি প্রতিটি ২০০ মেগাবাইট পর্যন্ত ফাইল আলোড করতে পারেন। জনপ্রিয় ফাইল আপলোড করে সাথেসাথেই র্অথ পেতে পারেন তাদের মাধ্যমে।
শেয়ারক্যাশ পেমেন্ট দেয় ব্যাংক চেক অথবা পে-পলের মাধ্যমে।

নিজস্ব ওয়েবসাইট (ব্লগ) এবং গুগল এডসেন্স

নিজের ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য গুগলের www.blogger.com পছন্দের যায়গা হতে পারে। এর ব্যবহার খুব সহজ। শুধুমাত্র ইমেইল এড্রেস থাকলে তাদের সাইটে গিয়ে ব্লগ তৈরী করা যায়। সেখানে বাংলায় নির্দেশ লেখা রয়েছে, কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা না।

ব্লাগার ড্যাসর্বোড থেকে এডসেন্স যোগ করার পদ্ধতি সহ নানারকম পরার্মশ ও সহযোগিতা দেয়া হয়।

গুগল পেমেন্ট দেয় চেকের মাধ্যমে।

আরো তথ্য এবং বিবিধ বিষয়ে বাংলা টিউটোরিয়ালের জন্য ভিজিট করুন

www.bangla-tutor.blogspot.com